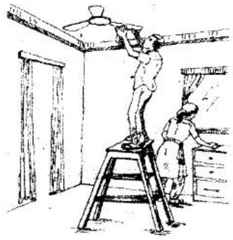

দ্বিতীয় অধ্যায়
গৃহসামগ্রী ক্রয়

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. কোনটি রান্নার সামগ্রী?
● খুন্তি (খ) প্লেট (গ) চামচ (ঘ) গামলা

২. সামগ্রী ক্রয়ের সময় কোনটির ওপর গুরুত্ব দিতে হয়?
(ক) সামর্থ্য (খ) পরিকল্পনা (গ) চাহিদা ● উপযোগিতা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
চামেলী ডিনার সেট কেনার উদ্দেশ্যে প্রথমে একটি বড় দোকানে যান। পরে আরও কয়েকটি দোকান ঘুরে অবশেষে সে একটা দোকান থেকে একই জিনিস অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে আনে।

৩. ডিনার সেট কেনায় চামেলী কোন বিষয়টি বিবেচনা করেছেন?
● বাজারমূল্য (খ) ধাতুর বৈশিষ্ট্য (গ) দ্রব্য নির্বাচন (ঘ) স্থায়িত্ব যাচাই

৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত উপায়ে পণ্যসামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে–
i. অর্থের সাশ্রয় হয়
ii. অধিক পণ্য কেনা সম্ভব হয়
iii. সময় ও শক্তি কম খরচ হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ ১ : গৃহসামগ্রী ক্রয়ের নীতি ■ পৃষ্ঠা – ১২

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৫. কোনটি লন্ড্রির কাজের সামগ্রী? (জ্ঞান)
(ক) মোছার কাপড় (খ) ব্রাশ (গ) ঝাড়ু ● বালতি

৬. কোনটি ছাড়া জীবনে সফলতা আশা করা অনাবশ্যক? (জ্ঞান)
(ক) অর্থ (খ) জ্ঞান ● পরিকল্পনা (ঘ) দ্রব্য ক্রয়

৭. জগ কোন সামগ্রী হিসেবে পরিচিত? (জ্ঞান)
(ক) রান্নার ● খাবার কাজের (গ) লন্ড্রির (ঘ) বাগান করার

৮. ধোয়া ও পরিষ্কার করতে কী ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● ব্রাশ (খ) কাঁচি (গ) শাবল (ঘ) ক্লিপ

৯. রান্নার সামগ্রী নিচের কোনটি? (জ্ঞান)
(ক) প্লেট (খ) বাটি (গ) ব্রাশ ● পাতিল

১০. গৃহসামগ্রী কেনা হয় কীভাবে? (অনুধাবন)
(ক) বিনিময়ের মাধ্যমে ● অর্থের বিনিময়ে
(গ) শক্তির মাধ্যমে (ঘ) বুদ্ধির বিনিময়ে

১১. মানুষ একসাথে সব সামগ্রী ক্রয় করতে পারে না কেন? (অনুধাবন)
(ক) পরিকল্পনার অভাবে (খ) পরিবহনের অভাবে
● অর্থসম্পদের অভাবে (ঘ) সময়ের অভাবে

১২. সোনিয়া তার গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে গুণাগুণ যাচাই করে থাকে। সে নিচের কোনটি বিবেচনা করে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে? (প্রয়োগ)
● স্থায়িত্ব (খ) সৌন্দর্য (গ) শক্তি (ঘ) চাকচিক্য

১৩. মীম কিছু পড়ালেখার সামগ্রী ক্রয় করল। পড়ালেখার সামগ্রী হিসেবে কোনটি সমর্থনযোগ্য? (প্রয়োগ)
(ক) বালতি (খ) জগ (গ) কোদাল ● ক্যালকুলেটর

১৪. সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেকসই ও স্থায়িত্ব বিচার করে ক্রয় করতে হবে। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
● যথাযথভাবে কাজে প্রয়োগ করা যায় (খ) এতে লাভবান হওয়া যায়
(গ) সুনাম অর্জন করা যায় (ঘ) রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধা হয়

১৫. গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনটি লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● সামগ্রীর গুণাগুণ যাচাই করা (খ) সুন্দর সামগ্রী ক্রয় করা
(গ) দামি সামগ্রী ক্রয় করা (ঘ) যুগোপযোগী সামগ্রী ক্রয় করা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৬. কোনো সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনা করে পরিকল্পনা করা হয়– (অনুধাবন)
i. কখন কেনা হবে ii. কোথা থেকে কেনা হবে
iii. কেনার সামর্থ্য আছে কিনা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৭. লন্ড্রির কাজের সামগ্রী হলো– (অনুধাবন)
i. কাঠের টুকরা ii. ব্রাশ iii. বালতি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে যেসব নীতি অনুসরণ করতে হয়– (অনুধাবন)
i. প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর তালিকা ii. ক্রয় পরিকল্পনা
iii. গুণাগুণ যাচাই
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯. রেবেকা কোম তার গৃহসামগ্রীগুলো ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধাতুর প্রকৃতি যাচাই করেন। তিনি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করেন তা হলো– (প্রয়োগ)
i. ধাতুর বৈশিষ্ট্য ii. ধাতুর ব্যবহার iii. সংরক্ষণের উপায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii ● i, ii ও iii

২০. ভালো গুণাগুণসম্পন্ন সামগ্রী টেকসই হয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভালো উপাদানে তৈরি ii. উন্নত পদ্ধতিতে তৈরি
iii. দাম বেশি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii ● ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সুরাইয়া বেগম অনেক ঘুরে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে গৃহসামগ্রী ক্রয় করে থাকেন। তিনি একটি দ্রব্যের মোড়কের লেবেল পড়ে তারপর দ্রব্য ক্রয় করেন। [উত্তরা হাই স্কুল, ঢা

২১. কোনটি বিবেচনা করে সুরাইয়া কোম অনেক সময় নিয়ে গৃহসামগ্রী ক্রয় করেন?
(ক) আকর্ষণীয় সামগ্রী ক্রয় ● সুলভ মূল্যে ক্রয়ের চেষ্টা
(গ) পছন্দ করতে না পারা (ঘ) ঘুরতে পছন্দ করা

২২. তিনি ক্রয় পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করেন–
i. দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সামর্থ্য ii. ক্রয়ের স্থান

iii. দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের কারণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

পাঠ ২ : ভোক্তা হিসেবে নিজের অধিকার ■ পৃষ্ঠা – ১৩

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. **কোনো দ্রব্য কেউ ভোগ করলে তাকে কী বলে?** (জ্ঞান)
ক ক্রেতা খ বিক্রেতা ● ভোক্তা ঘ উৎপাদনকারী

২৪. **দ্রব্য ক্রয়ের সময় ভোক্তাদের সচেতনভাবে কোনটি সংগ্রহ করতে হবে?** [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা]
ক ব্যাগ খ দ্রব্য তালিকা ● ক্যাশমেমো ঘ দোকানের ঠিকানা

২৫. **কোনটি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর?** (জ্ঞান)
ক বাতাস ● ধুলাবালি গ সবজি ঘ মোটা চাল

২৬. **কোনটি প্রচার মাধ্যম হিসেবে পরিচিত?** (জ্ঞান)
ক নৌকা খ বাস ● পত্রিকা ঘ উড়োজাহাজ

২৭. **প্রতারিত ভোক্তা বিক্রেতার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন কীভাবে?** (অনুধাবন)
ক ক্রেতার স্বাক্ষর দ্বারা খ বিক্রেতার স্বাক্ষর দ্বারা
গ চিরকুট দ্বারা ● ক্যাশমেমো দ্বারা

২৮. **বিক্রেতাদের নিকট থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহ করতে হবে কেন?** (অনুধাবন)
● ক্ষতিপূরণ দাবি করতে খ হিসাব করার সুবিধার জন্য
গ ডিসকাউন্ট পাওয়ার জন্য ঘ অফার পেতে

২৯. **ভোক্তার অধিকারগুলো জানতে হবে কেন?** (অনুধাবন)
● সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি পেতে খ জ্ঞান অর্জনের জন্য
গ খ্যাতি অর্জনে ঘ অর্থসম্পদ অর্জনে

৩০. **রাহেলা একটি কসমেটিক বিপণির মালিক। সীমা রাহেলার দোকানের দ্রব্য ব্যবহার করে ত্বকের সমস্যায় ভুগছে। এটি কোন বিষয়টিকে সমর্থন করে?** (প্রয়োগ)
ক দ্রব্যের অযৌক্তিক মূল্য খ প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন
● দূষিত দ্রব্য ঘ দ্রব্যের মান ঠিক থাকা

৩১. **সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী মাইশা দোকান থেকে এক কেজি লবণ কিনল কিন্তু মোড়কে কোনো লেবেল ছিল না। সে ভোক্তা হিসেবে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।** (উচ্চতর দক্ষতা)
● নিরাপত্তা খ জানার গ অভিযোগ করার ঘ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২. **পণ্যের লেবেলে সাধারণত যে ধরনের তথ্য থাকে–** (প্রয়োগ)
i. উৎপাদন তারিখ ii. দ্রব্যের মূল্য iii. কোম্পানির নাম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩. **আমাদের দেশে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীরা আমাদের প্রতারিত করছে–** (অনুধাবন)
i. বেশি ও অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে
ii. প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করে
iii. দূষিত ও ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৪. **শিমু একটি দ্রব্য কিনে প্রতারিত হয়েছে। এখন তার কী করা প্রয়োজন?** (প্রয়োগ)
i. অভিযোগ করা ii. ক্ষতিপূরণ দাবি করা
iii. দ্রব্যের মান উন্নয়নে বাধ্য করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৫. **ক্রেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ–** (উচ্চতর দক্ষতা)
i. ভেজাল খাবার নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে
ii. ভেজাল ওষুধে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়
iii. বিক্রেতাদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাজিয়া বানু দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের সময় ক্যাশমেমো সংগ্রহ করে। গুণাগুণ বিচার করে দ্রব্য ক্রয় করে। দোকানিরা তার কাছে পণ্য বিক্রয়ের সময় যত্নশীল থাকে।

৩৬. **রাজিয়া বানু যে ক্যাশমেমো সংগ্রহ করে তা তার কোন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করবে?** (প্রয়োগ)
● ক্ষতিপূরণ দাবি খ খ্যাতি
গ শ্রেষ্ঠ ক্রেতার খেতাব ঘ জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি

৩৭. **দোকানিরা রাজিয়া বানুর কাছে পণ্য বিক্রয়ে যত্নবান থাকে। এর যথার্থ কারণ কী?** (উচ্চতর দক্ষতা)
ক রাজিয়া রাগী মহিলা ● রাজিয়া সচেতন ক্রেতা
গ রাজিয়া মূর্খ ক্রেতা ঘ রাজিয়া অসচেতন ক্রেতা

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
মুবীনা খাতুন ইলেকট্রনিক্সের দোকান থেকে ক্যাশমেমো ছাড়া একটি ইস্ত্রি কেনেন। বাসায় ফেরার পথে মেয়ের জন্য এক প্যাকেট জুস কেনেন। মেয়ে জুসটি খেতে গিয়ে খেয়াল করে সেটার মেয়াদ পার হয়ে গেছে। আবার অনেক চেষ্টা করেও মুবীনা তাঁর ইস্ত্রিটিকে চালু করতে না পেরে দোকানে নিয়ে গেলেন। দোকানদার ইস্ত্রিটি অন্য দোকান থেকে কেনা হয়েছে বলে সন্দেহ পোষণ করেন।

ক. ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় কয়টি মৌলিক অধিকার রয়েছে?
খ. গৃহসামগ্রী কেনার আগে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।
গ. জুস ক্রয়ে মুবীনা খাতুন তার কোন অধিকারটি প্রয়োগ করেননি ব্যাখ্যা করো।
ঘ. 'ভোক্তা হিসাবে মুবীনার মতো ক্রেতারা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়'– বিশ্লেষণ করো।

▸◂ ১নং প্রশ্নের উত্তর ▸◂

ক. ভোক্তার স্বার্থ রক্ষায় সাতটি মৌলিক অধিকার রয়েছে।

খ. পরিকল্পনা ছাড়া গৃহসামগ্রী ক্রয় করলে বেশির ভাগ চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। তাই সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা পরিকল্পনা করতে হবে। কোন সামগ্রী কখন, কোন কাজের জন্য, কোথা থেকে কেনা হবে, কেনার সামর্থ্য আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় পরিকল্পনা করে কিনলে যেমন ঠকতে হয় না তেমনি লাভবান হওয়া যায়।

গ. মুবীনা খাতুন জুস ক্রয়ে তার জানার অধিকারটি প্রয়োগ করেননি। কিন্তু ভোক্তা হিসেবে আমরা। যেসব দ্রব্য ক্রয় করি, সেগুলোর সঠিক মূল্য কত, গুণগত মান কেমন, কী উপাদান দ্বারা তৈরি, ব্যবহারের নিয়ম, মেয়াদকাল ইত্যাদি সম্পর্কে জানার অধিকার আমাদের আছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দ্রব্যের মোড়কের লেবেলে সব তথ্য থাকা আবশ্যক। সেক্ষেত্রে যেকোনো দ্রব্য যাচাই করে কেনা যায়। ফলে ঠকার আশঙ্কা থাকে না। উদ্দীপকে মুবীনা খাতুন মেয়াদকাল না দেখে জুসের প্যাকেট ক্রয় করেছেন। দ্রব্য ক্রয় করতে দ্রব্য সম্পর্কে জানার যে অধিকার আছে তা তিনি প্রয়োগ করেননি। ফলে তিনি প্রতারিত হয়েছেন।

ঘ. ভোক্তা হিসেবে মুবীনার মতো ক্রেতারা নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই তারা নানাভাবে বিক্রেতাদের দ্বারা প্রতারিত হন। এই প্রতারণার হাত থেকে রৰা পাওয়ার জন্য আমাদের ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে এবং এই অধিকারগুলো আদায়ের ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। উদ্দীপকে মুবীনা খাতুন ক্যাশমেমো ছাড়া একটি ইস্ত্রি এবং মেয়াদ না দেখে মেয়ের জন্য একটি জুস কিনেন। পরবর্তীতে দেখা যায় জুসের মেয়াদ পার হয়ে গেছে আর ইস্ত্রিটিও চালু হচ্ছে না। তিনি ইস্ত্রিটি দোকানে নিয়ে যান। কিন্তু দোকানদার ইস্ত্রিটি অন্য দোকান থেকে কেনা বলে সন্দেহ পোষণ করেন। মুবীনা খাতুনের মতো ক্রেতাদের অসচেতনতার সুযোগে বিক্রেতারা তাদের নানাভাবে প্রতারিত করে। এ ধরনের ক্রেতারা দ্রব্যের ভালো মন্দ সম্পর্কে যেমন জানতে চান না তেমনি, ৰতিগ্রস্ত হলে পরবর্তীতে বিক্রেতার নিকট থেকে কীভাবে ৰতিপূরণ দাবি করা যায় সে সম্পর্কেও অসচেতন। তাই তারা পণ্য ক্রয় করে আর্থিক ৰতির সম্মুখীন হন। পরিশেষে বলা যায়, বিক্রেতাদের প্রতারণা রোধ করে মুবীনার মতো ক্রেতাদের নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে পণ্য ক্রয় করা উচিত।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন –২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শায়েলা বানু যৌথ পরিবারের গৃহিণী। তার দুই সন্তান স্কুলে এবং দেবর, ননদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। শ্বশুর–শাশুড়ি দুজনেই খুব বৃদ্ধ। তাই সংসারের সব কাজ তাকে একা হাতে সামলাতে হয়। গৃহসামগ্রীগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে না রাখায় তিনি কাজের সময় সেগুলো খুঁজে পান না। সেৰেত্রে তিনি প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়ির পাশের দোকান থেকে কিনে আনেন। এ কারণে মাস শেষে তাকে খরচ সংকুলান করতে হিমশিম খেতে হয়। [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি স্কুল, চট্টগ্রাম]

ক. বিক্রেতা কখন ৰতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে? ১

খ. গৃহসামগ্রী বলতে কী বোঝায়? ২

গ. শায়েলা বানু কীভাবে তার সমস্যা দূর করতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শায়েলা বানু তার পরিবারের খরচ সংকুলানের ৰেত্রে কোন ধরনের পদৰেপ গ্রহণ করতে পারেন বলে তুমি মনে কর? তোমার মতামত বিশেরষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দ্রব্যের মান সঠিক না হলে বিক্রেতা ৰতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

খ. গৃহসামগ্রী বলতে পরিবারিক জীবনে ব্যবহৃত সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য বোঝায়। এই সামগ্রী আমাদের অনেক কাজ সহজ ও আরামদায়ক করে। উপযুক্ত গৃহসামগ্রী নির্বাচন করলে তা আমাদের সময়, শক্তি বাঁচিয়ে কাজ অনেক সহজ করে দেয়।

গ. শায়েলা বানু তার পরিবারের গৃহসামগ্রীগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখার পাশাপাশি এসব সামগ্রী ক্রয়ে ক্রয়নীতিসমূহ অনুসরণ করে তার সমস্যা সমাধান করতে পারেন। কেননা পারিবারিক জীবনে আমরা যেসব সামগ্রী ব্যবহার করি সেগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে হয়। অন্যথায় প্রয়োজনের সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রীটি খুঁজতে গিয়ে অধিক সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে। তাছাড়া এসব সামগ্রী ক্রয়ের ৰেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা, গুণাগুণ যাচাই, বাজার মূল্য যাচাই ইত্যাদি নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হয় তা না হলে অর্থ ও শ্রমের অপচয় ঘটে। উদ্দীপকে শায়েলা বানু সময়ের অভাবে তার গৃহসামগ্রীগুলো যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে পারেন না। ফলে প্রয়োজনের সময় জিনিস না পেয়ে তাকে দোকান হতে পুনরায় জিনিস কিনতে হয়। কিন্তু তিনি যদি গৃহসামগ্রী ব্যবহারের পর বা কেনার পর সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখেন এবং এগুলো ক্রয়ের আগে ক্রয় পরিকল্পনা, গুণাগুণ যাচাই, বাজার মূল্য যাচাই ইত্যাদি ক্রয়ের নীতিসমূহ অনুসরণ করেন তবে তিনি তার সমস্যা দূর করতে পারবেন।

ঘ. শায়েলা বানু অতিরিক্ত কর্মব্যস্ততার জন্য তার পরিবারের গৃহসামগ্রীর সঠিক যত্ন নিতে পারেন না। ফলে যত্রতত্র তিনি গৃহসামগ্রী ফেলে রাখেন। এতে করে প্রয়োজনের সময় তিনি এগুলো খুঁজে পান না। দোকান থেকে পুনরায় কিনে তিনি প্রয়োজন মেটান। ফলে মাসের শেষে খরচ সংকুলান করতে হিমশিম খেতে হয়। তাকে এই খরচ সংকুলান করতে হলে অবশ্যই গৃহসামগ্রী সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া অর্থের অপচয় রোধ করতে তাকে দ্রব্য ক্রয়ের আগে পরিকল্পনা করে নিতে হবে। কারণ পরিকল্পনা ছাড়া গৃহসামগ্রী ক্রয় করলে বেশির ভাগ চাহিদা অপূর্ণ থেকে যায়। তাছাড়া সামগ্রী ক্রয়ের সময় তার গুণাগুণ যাচাই করে দেখতে হবে। আবার সঠিক বাজার মূল্যে দ্রব্য কেনা লাভজনক। সেজন্য কোনো দ্রব্য সামগ্রী কিনতে তার মূল্য যাচাই করে সুলভ মূল্যে কেনার চেষ্টা করতে হবে। এতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।। তাই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের নীতিসমূহ অনুসরণ করলে শায়েলা বানু খরচ সংকুলান করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন –৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রেহেনাদের বিদ্যালয়ে ভোক্তা অধিকার বিষয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এক বক্তা বলেন, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য নিরাপত্তার অধিকার, জানার অধিকার, অভিযোগ করার অধিকার ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকতে হবে। তিনি আরও বলেন, ভোক্তার শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এটি ভোক্তার বাছাই করার ক্ষমতা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে।

ক. সারা পৃথিবীতে সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য কতটি মৌলিক অধিকার রয়েছে? ১

খ. বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী কীভাবে ক্রেতাদের প্রতারিত করে? ২

গ. উদ্দীপকে বক্তা কোন অধিকারগুলোর কথা বলেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ভোক্তার শিক্ষা লাভের অধিকার অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রধান ভূমিকা রাখে।"– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যৌক্তিকতা বিচার কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. সারা পৃথিবীর সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য সাতটি মৌলিক অধিকার রয়েছে।

খ. আমাদের দেশে ক্রেতা বা ভোক্তারা নানাভাবে বিক্রেতাদের দ্বারা প্রতারিত ও নাজেহাল হচ্ছে। বেশি লাভের আশায় বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীরা ক্রেতাদের প্রতারিত করে থাকে। বিক্রেতারা জিনিসপত্রের বেশি ও অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে, দূষিত ও ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করে, দ্রব্যের ওজন ও মাপ ঠিক না রেখে এবং প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করে ক্রেতাদের প্রতারিত করে থাকে।

গ. উদ্দীপকে বক্তা ভোক্তা অধিকারগুলোর কথা বলেছেন। আমাদের দেশে ক্রেতা বা ভোক্তারা প্রতিনিয়ত বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীদের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত ও নাজেহাল হচ্ছে। সারা পৃথিবীর সকল

ভোক্তার স্বার্থ রৰার জন্য যে সাতটি মৌলিক অধিকার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো নিরাপত্তার অধিকার। ভোক্তাদের জীবন ও স্বাস্থ্য রৰার জন্য বিপজ্জনক ও অনিষ্টকারী পণ্য ও সেবা যাতে উৎপাদন ও বাজারে বিক্রি না হয়, সে ব্যাপারে কঠোর নিয়ম থাকতে হবে। ভেজাল খাবার, ভেজাল ওষুধে যেন আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয়, সে বিষয়ে দেশে আইন ও তার প্রয়োগ থাকতে হবে। তেমনিভাবে জানার অধিকার, অভিযোগ করার অধিকার এবং ৰতিপূরণ পাওয়ার অধিকার ও ভোক্তার গুরবত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার। যেসব দ্রব্য ভোক্তা ক্রয় করে সেগুলোর সঠিক মূল্য, গুণগত মান, উৎপাদনদ্রব্য, ব্যবহারের নিয়ম, মেয়াদকাল ইত্যাদি সম্পর্কে তার জানার অধিকার থাকবে। যদি কোনো দ্রব্য খারাপ মানের হয় তাহলে ভোক্তা উক্ত দ্রব্যের দোষত্রবটি সম্পর্কে অভিযোগ করতে পারবে। তাছাড়া কোনো দ্রব্য ও সেবা ব্যবহারে ভোক্তা ৰতিগ্রস্ত হলে বা দ্রব্যের মান সঠিক না হলে বিক্রেতা তার ৰতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এমনকি বিভিন্ন বিকল্প দ্রব্যের মধ্য থেকে তার পছন্দমতো সঠিক দ্রব্যটি বেছে নিতে পারা এবং কেনাকাটায় সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পাওয়ার অধিকারও ভোক্তার মৌলিক অধিকার। আর সঠিক দ্রব্যসামগ্রী বেছে নিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দৰতা অর্জনে ভোক্তার শিৰালাভের অধিকার অতীব গুরবত্বপূর্ণ। কেননা ভোক্তা শিৰালাভ করে সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

ঘ. উদ্দীপকে ভোক্তার শিক্ষালাভের অধিকারের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি ভোক্তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। শিক্ষার অভাবে ক্রেতারা অনেক ক্ষেত্রে বিক্রেতা কর্তৃক প্রতারিত হয়। তাছাড়া শিক্ষার অভাবে ক্রেতা বা ভোক্তাদের আচরণে নানা রকম ভুলত্রুটি হতে পারে। সেজন্য ভোক্তার সচেতন হওয়ার জন্য শিক্ষাও দরকার। ভোক্তার শিক্ষার অর্থ হলো— সেই শিক্ষা যা ভোক্তাদের সঠিক দ্রব্যসামগ্রী বেছে নিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। উন্নত দেশে ভোক্তার শিক্ষালাভে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যম যেমন : রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা ইত্যাদি মাধ্যমে বিক্রেতাদের প্রতারণা ঠেকানোর বিষয়টি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারে। দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রব্যের গুণ ও মানের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করে তার ফলাফল ভোক্তাদের জানাতে পারে। তাহলে ভোক্তা দ্রব্যের ভালোমন্দ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারবে। এভাবে ভোক্তা শিৰালাভ করে সচেতন হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হতে পারে।

ভোক্তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। পণ্যের গুণগত মান, সঠিক মূল্য প্রভৃতি বিষয় জানতে পারবে। পণ্যের মান খারাপ হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ করতে পারবে। যদি কোনো দ্রব্য ব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারবে। সুতরাং ভোক্তার শিক্ষালাভের অধিকার অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে— এ কথার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা রয়েছে।

প্রশ্ন –৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিসেস তাসনিয়া বাজার থেকে তার ছেলের জন্য জুস কিনে আনল। কিন্তু জুসটি খাওয়ানোর পর শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তিনি দোকানীকে অভিযোগ করলে সে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এরপর তার রসায়নবিদ ভাই পরীৰা করে দেখলেন উক্ত ব্র্যান্ডের জুসে কিছু ৰতিকর উপাদান সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। তখন তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরবন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন এবং বললেন, পণ্য ক্রয়ের ৰেত্রে জনগণের সচেতনতাই তাদের এরূ প অসৎ আচরণ রবখতে পারে।

ক. বিক্রেতা কখন ৰতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে? ১

খ. বিক্রেতাগণ কীভাবে ক্রেতাদের প্রতারিত করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিসেস তাসনিয়া কোন কোন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. তাসনিয়ার ভাইয়ের গৃহিত পদৰেপ ও তার বক্তব্যের যথার্থতা নিরূ পণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. দ্রব্যের মান সঠিক না হলে বিক্রেতা ৰতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

খ. বিক্রেতাগণ বিভিন্নভাবে ক্রেতাদের প্রতারিত করে। যেমন— জিনিসপত্রের বেশি ও অযৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ, দূষিত ও ভেজাল দ্রব্য বিক্রি, প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার এবং দ্রব্যের ওজন ও মাপ ঠিক না রাখা।

গ. মিসেস তাসনিয়া নিরাপত্তার অধিকার ও ৰতিপূরণ পাওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। কারণ তার ক্রয়কৃত জুস খেয়ে তার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ভেজাল খাবার আমাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। তিনি যখন অভিযোগ করতে গেলেন তখন দোকানী তাকে অপমান করলেন। অথচ প্রতিটি ভোক্তার অভিযোগ করার অধিকার আছে। কোনো দ্রব্য ও সেবা ব্যবহারে ভোক্তা ৰতিগ্রস্ত হলে বা দ্রব্যের মান ঠিক না হলে বিক্রেতা ৰতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। সংশিৱষ্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ভোক্তার অভিযোগ শুনে, সে অনুযায়ী দ্রব্যের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হতে বাধ্য হবে। কিন্তু উদ্দীপকের দোকানী তাসনিয়াকে এই অধিকার হতে বঞ্চিত করেছেন।

ঘ. তাসনিয়ার ভাইয়ের গৃহিত পদৰেপ ও তার বক্তব্যের যথার্থতা রয়েছে। তাসনিয়া বাজার থেকে জুস কেনেন। তার রসায়নবিদ ভাই উক্ত জুস ল্যাবরেটরীতে পরীৰা করে দেখলেন এতে ৰতিকর উপাদান আছে। তখন তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরবন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বলেন কিছু অসৎ ব্যবসায়ী আছেন যারা অধিক লাভের আশায় বিভিন্নভাবে ভোক্তার অধিকার লঙ্ঘন করে আসছে। তাদের শাস্তির প্রয়োজন। এজন্যই তিনি ঐ জুস প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের বিরবন্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিলেন। তিনি আরো মনে করেন পণ্য ক্রয়ের ৰেত্রে জনগণের সচেতনতাই তাদের এরূ প অসৎ আচরণ রবখতে পারে। কারণ আমরা যদি সবাই পণ্য ক্রয়ের সময় সচেতনভাবে পণ্য ক্রয় করি এবং নকল বা ভেজাল পণ্যের ব্যাপারে সচেতন হই, প্রয়োজনে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরবন্ধে রবখে দাঁড়াই তবে এ সকল প্রতিষ্ঠান ভেজাল দ্রব্য বাজারে সরবরাহ করতে পারবে না। আমরা নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আদায় করতে পারব।

প্রশ্ন –৫ ▸ মাহমুদা খাতুন যেসব গৃহসামগ্রী ক্রয় করেন তা স্বল্পমূল্যের ও টেকসই। তিনি গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ৰেত্রে ক্রয় পরিকল্পনা, গুণাবলি যাচাই ও বাজারমূল্য এ বিষয়গুলোর দিকে গুরবত্ব দেন। সাহেলী খাতুনের গৃহে যেসব সামগ্রী রয়েছে তা তার কাজে তেমন সাহায্য করে না।

ক. কেটলি কোন গৃহসামগ্রী হিসেবে পরিচিত? ১

খ. গৃহসামগ্রী বলতে কী বোঝ? ২

গ. মাহমুদা খাতুন গৃহসামগ্রী ক্রয়ের ৰেত্রে যে বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন থাকেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত বিষয়গুলোর প্রতি অসচেতনতাই সাহেলী খাতুনের নিম্নমানের গৃহসামগ্রী ক্রয়ের কারণ।"– এ বিষয়ে তোমার মতামত দাও। ৪

প্রশ্ন –৬ ▸ নিপা তার গৃহের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গৃহসামগ্রী ক্রয় করে থাকেন। সামগ্রী ক্রয়ের পূর্বে তিনি ক্রয়ের নীতিমালা বিবেচনাপূর্বক পরিকল্পনার মাধ্যমে ক্রয়ের কাজে অগ্রসর হন। ভোক্তার অধিকারগুলো সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন।

ক. সামগ্রী কাকে বলে? ১

খ. গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন সামগ্রীর প্রয়োজন হয়– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সামগ্রী ক্রয়ের নীতিগুলো সম্পর্কে জানার ফলে নিপা কীভাবে ক্রয়ের ৰেত্রে সাফল্য লাভ করতে পারে বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ভোক্তা হিসেবে নিজের অধিকারগুলো জানা থাকলে প্রতারিত হতে হয় না– উদ্দীপকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

অনুশীলনের জন্য দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ গৃহসামগ্রী কাসের বিনিময়ে কেনা হয়?

উত্তর : অর্থের বিনিময়ে গৃহসামগ্রী কেনা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বাজার মূল্য যাচাই করে কিনলে কী সুবিধা হয়?

উত্তর : বাজার মূল্য যাচাই করে কিনলে সুলভ মূল্যে কেনা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ গৃহসামগ্রীর স্থায়িত্ব কাসের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : গৃহসামগ্রীর স্থায়িত্ব সামগ্রীর গঠন প্রণালি ও ধাতুর বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ দ্রব্যের গায়ে লেবেল থাকলে কী হয়?

উত্তর : দ্রব্যের গায়ে লেবেল থাকলে ভোক্তারা পণ্য যাচাই করে কিনতে পারে, তাদের ঠকার আশঙ্কা থাকে না।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ভোক্তা শিক্ষার অর্থ কী?

উত্তর : ভোক্তা শিক্ষার অর্থ হলো সেই শিক্ষা যা ভোক্তাদের সঠিক দ্রব্যসামগ্রী বেছে নিতে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

◘ অনুধাবনমূলক

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ গৃহস্থালির বিভিন্ন সামগ্রী কেনাকাটায় কী ধরনের সচেতনতার প্রয়োজন?

উত্তর : উপযুক্তভাবে গৃহসামগ্রী নির্বাচন করে তা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমরা সময় ও শক্তি বাঁচিয়ে অনেক কাজ করতে পারি। গৃহস্থালির বিভিন্ন রকম সামগ্রী নির্বাচন ও কেনাকাটায় যথেষ্ট সচেতন ও যত্নবান হতে হয়। সামগ্রীগুলো কোন কাজে লাগবে, কোন ধাতু দিয়ে তৈরি, তৈরি প্রণালি, টেকসই, মূল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনে তা ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ক্রয় পরিকল্পনা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সামগ্রী ক্রয়ের ৰেত্রে অবশ্যই একটি পরিকল্পনা করতে হবে। কোন সামগ্রী কখন, কোন কাজের জন্যে, কোথা থেকে কেনা হবে, কেনার সামর্থ আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কেনাকে ক্রয়ের পরিকল্পনা বলে।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ আমাদের দেশে বিক্রেতা বা উৎপাদনকারীরা আমাদের কীভাবে প্রতারিত করছে?

উত্তর : আমাদের দেশে বেশির ভাগ বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী বেশি লাভ করার জন্য নানাভাবে আমাদের প্রতারিত করছে। যেমন : জিনিসপত্রের অযৌক্তিক অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ, দূষিত ও ভেজাল দ্রব্য বিক্রি, প্রতারণামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার, দ্রব্যের ওজন ও মাপ ঠিক না রাখা ইত্যাদি। সুতরাং একজন ভোক্তা হিসেবে আমরা যেন আমাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারি এবং কোনো অবস্থাতেই যেন বিক্রেতার দ্বারা প্রতারিত না হই, সে বিষয়ে সবার সচেতন হওয়া দরকার।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য মৌলিক অধিকার–ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সারা পৃথিবীর সকল ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার জন্য মৌলিক সাতটি অধিকার রয়েছে। সেগুলো হলো– নিরাপত্তার অধিকার, জানার অধিকার, অভিযোগ করার অধিকার, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার, বাছাই করার অধিকার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অধিকার, ভোক্তার শিক্ষালাভের অধিকার। বিশ্বের সকল দেশে এসব অধিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে আইন থাকলেও এর প্রয়োগ খুব একটা দেখা যায় না।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ গৃহসামগ্রী ক্রয়ের নীতিগুলো উল্লেখ কর।

উত্তর : পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের ৰেত্রে কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়। এগুলো হলো :

১. প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর তালিকা প্রণয়ন।

২. ক্রয় পরিকল্পনা করা।

৩. পণ্যের গুণাগুণ যাচাই।

৪. বাজারমূল্য সম্পর্কে ধারণা রাখা।